PANI SAMPAD BARTA

ISSN ■ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৩২, জানুয়ারী - মার্চ ২০১০
Issue 32, January - March 2010

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে এলজিইডিতে উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১০

গত ৮ মার্চ ২০১০ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১০ উপলক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে "এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ" বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব মনজুর হোসেন, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ডানে) এবং সভাপতি জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (বামে)।

গত ৮ মার্চ ২০১০ তারিখে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১০ উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে আগারগাঁওস্থ এলজিইডি অডিটোরিয়ামে "এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ" বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মনজুর হোসেন। জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন যে বর্তমান সরকারের পূর্বের মেয়াদে ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সরকার তা বাস্তবায়ন করেননি। বর্তমান সরকার পুনরায় জাতীয় নারী নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব মনজুর হোসেন, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তাঁর বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার সমুন্নত রাখার কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন নারীর উপর সহিংস ঘটনা এখনও কমেনি। তিনি আরও বলেন যে নারীর অধিকার ততক্ষন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবেনা যতক্ষন তাঁরা তাদের সংসার, সমাজ এবং জাতীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি চর্চা না করবেন।

সভাপতির ভাষনে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি বলেন ১৯৯০ সাল থেকে এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। তিনি বলেন এলজিইডির সকল সেক্টরের প্রতিটি প্রকল্পে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

(বিস্তারিত - ২য় পাতায়)

অন্যান্য পাতায়

সম্পাদকীয়, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন, গোমরা বিল বন্যা ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্প হস্তান্তর, মুন্সিগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির পর্যালোচনা সভা, জানিগাঁও-পৈন্দা পাবসস সদস্যদের নৌকা ঋণ ও উপস্থিতির জন্য পুরস্কার প্রদান, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের যৌথ পর্যালোচনা মিশন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) জেন্ডার ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১০

(প্রথম পাতার পর)

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলজিইডি অডিটোরিয়ামে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এলজিইডির প্রকল্প গুলো বেশিরভাগই জনঅংশগ্রহণমূলক প্রকল্প এবং এর উপকারভোগী জনগণ সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত হয়। মেলায় এলজিইডির এ ধরনের কিছু প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতির নারী সদস্যগণ তাদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৈরী হস্তশিল্প সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ সকল স্টল পরিদর্শন করেন এবং সমিতির নারী সদস্যদের তৈরী হস্তশিল্প সামগ্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষ্যে এলজিইডি এর বিভিন্ন সেক্টরের প্রকল্প গুলো বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের পুরস্কৃত করেছে যা ছিল সত্যিই একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ দিন এলজিইডি'র নগর, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন - এই তিনটি সেক্টরের প্রতিটি থেকে তিনজন করে নারী - যারা এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত অবস্থা থেকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন, এমন তিনজন নারীকে পুরস্কৃত করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী পুরস্কারের জন্য মনোনীত সকলের হাতে পুরস্কার হিসাবে একটি ক্রেষ্ট ও দশ হাজার টাকা তুলে দেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্তদের দেখা যাচ্ছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বিভিন্ন পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মানের পাশাপাশি এর উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসকরণ তথা জীবনমান উন্নয়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা দেয়া হয়।

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর থেকে তিনজন সদস্য শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। এঁরা হলেন- ১. মোসাঃ সাহিদা খাতুন, সদস্য, ঢেকিপাড়া পাবসস লিঃ, পাংশা, রাজবাড়ী; যার স্বামী বেকার ছিলেন, তার ৮ সদস্যের সংসার চলতো অতি কষ্টে, তিনি পাবসস থেকে ঋণ নিয়ে ছাগল পালন ও অন্যান্য আয়বর্দ্ধক কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন; ২. বীরাঙ্গনা মহালদার, সদস্য, বাগ আচড়া বাদুরগাছা পাবসস লিঃ, ডুমুরিয়া, খুলনা - তিনি স্বাস্থ্য সেবিকা হিসাবে কাজ করে দৈনিক ৪০ টাকা আয় করতেন, পাবসস থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং ৩. মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন, সদস্য, নবগঙ্গা খাল পাবসস লিঃ, সদর, চুয়াডাঙ্গা - ইনি ৫ জনের সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। তিনি সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনে জামা কাপড় সেলাই করে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং বর্তমানে সেলাই প্রশিক্ষক হিসাবে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছেন।

সম্পাদকীয়

গত ৮ মার্চ ২০১০ তারিখ পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবার দিবসটি ঘোষনার শতবর্ষ পূর্তি হলো। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে সাম্যবাদী নারীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষনার প্রস্তাব করেন জার্মান কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেত্রী ক্লারা জেমিকন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কালক্রমে এটি সারা বিশ্বে নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিশ্বব্যাপী নারীর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ একটি আনুষ্ঠানিকতার স্মারক হয়ে ওঠে। শত বছরে নারীর অধিকার কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হলো - এই প্রশ্ন সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হলো। এ বছর আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারন করা হয়েছে 'সমান অধিকার, সমান সুযোগ, সবার জন্য অগ্রগতি'।

বাংলাদেশের নারীর বাস্তবতা বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের থেকে আলাদা। এখানে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী; কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক - কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর অংশগ্রহণের সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েশিশুদের ভর্তির হার ছেলেশিশুদের সমান হয়েছে, কিন্তু মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ কমতে থাকে। উচ্চশিক্ষায় নারীদের ভালো ফলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে বটে, কিন্তু এখনো তাঁরা পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। আবার অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটেনি রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। পরিবার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এখনো অনেকটা পিছিয়ে। সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রেও নারীরা অসমতার শিকার। নিরাপত্তার প্রশ্নে নারীর অবস্থা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী নাজুক। খুন, ধর্ষণ, এসিড-সন্ত্রাসসহ যেকোন ধরনের অন্যায়-অপরাধের শিকার হলে নারীর ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পাওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। সামাজিকভাবে নানা পশ্চাৎপদ ধারণা ও কুসংস্কার নাগরিক হিসেবে নারীর সমমর্যাদার অন্যতম অন্তরায়। প্রান্তিক বা তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুধা, দারিদ্র বা প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষেত্রেও নারীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত বেশি নাজুক।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মেও নারীর অধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিকে আরও সময়োপযোগী করে খুব শিগগিরই অনুমোদন দেওয়া হবে। এ ছাড়া নারীদের প্রতি আরও যেসব বৈষম্যমূলক আইন চালু আছে তা বাতিল করা হবে।

এদিন এলজিইডিতে অনুষ্ঠিত "এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ" বিষয়ক এক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, সম-অধিকার ও সমতার ভিত্তিতে নারী উন্নয়নে পরিবর্তনের ধারার সূচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, নারীর উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার সাথে ইতিবাচক কর্মসূচীও গ্রহণ করা প্রয়োজন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে এবং শক্তিশালী হচ্ছে। সেমিনারে এলজিইডিতে এবং এর সকল সেক্টরের প্রকল্পগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কি কি কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হয়।

গোমরা বিল বন্যা ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

গত ৭ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত গোমরা বিল বন্যা ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠান পাবসস এর নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এলজিইডির পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস ও পাবসস এর পক্ষে সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপ-প্রকল্প হস্তান্তর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোমরাবিল উপ-প্রকল্পে ১টি দুই ভেন্ট রেগুলেটর, ১ কিলোমিটার গোমরা খাল পূনঃখনন ও প্রায় ৪ কিলোমিটার গোমরা বাঁধ পূনঃনির্মাণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গোমরা বিল বন্যা ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্পের হস্তান্তর চুক্তিনামা স্বাক্ষরের পর পাবসসের সভাপতি জনাব মোক্তার হোসেনের কাছে চুক্তিনামা প্রদান করছেন জনাব প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মেহেরপুর।

প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়ায় স্থানীয় উপকারভোগীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে সেউটিয়া নদী থেকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আকস্মিক বন্যায় প্রকল্প এলাকার কৃষিজাত ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতো। পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মাধ্যমে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে উপকারভোগীরা এখন নীচু জমিতে একাধিকবার ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। সেই সাথে প্রায় ৭০০ হেক্টর জমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাষাবাদের আওতায় এসেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি মৎস্য উৎপাদন পূর্বের তুলনায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাবসস-এর মাধ্যমে গোমরাবিলে মৎস্য চাষের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৫/৬ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩১১ জন সদস্য/সদস্যা নিয়ে পাবসস এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এর মোট সদস্য দাড়িয়েছে ৭৭৫ জনে। তাদের সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ মোট ১৭,৩২,০০০/= (সতের লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা। পাবসস এর মাধ্যমে হাট ইজারা, মৎস্য চাষ, জমি বন্ধকী এবং ৩৫,০০,০০০/= (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে প্রতি বছর বাৎসরিক সাধারন সভায় প্রাপ্ত লভ্যাংশ সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করায় পাবসস এর সুনাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি উন্নয়ন কমিটির পর্যলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন-এর সভাপতিত্বে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মুন্সিগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় সভার সদস্য সচিব জনাব খন্দকার মোঃ আব্দুল্লাহ আদ-দাদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সিগঞ্জ গত ২০০২-২০০৯ সাল পর্যন্ত অত্র জেলায় বাস্তবায়িত ৩টি উপ-প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার কৃষকরা যে সমস্ত সুফল পাচ্ছেন তা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এ ছাড়া তিনি আগামীতে নতুন উপ-প্রকল্প নেওয়ার ব্যাপারে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।

মুন্সিগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ।

অন্যান্য সদস্যদের বিস্তারিত আলোচনা শেষে জেলা প্রশাসক মহোদয় এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়নের যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তাতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। আগামীতে মুন্সিগঞ্জে আর নতুন উপ-প্রকল্প নেওয়ার জন্য তিনি এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ করেন এবং মুন্সিগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের যে কোন কাজে সহযোগীতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

জানিগাঁও-পৈন্দা পাবসস লিঃ আয়বর্দ্ধক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্যদের ঋণ হিসাবে অর্থের পরিবর্তে নৌকা দিল

গত ১৩ মার্চ ২০১০ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন জানিগাঁও - পৈন্দা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর নৌকা ঋণ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমিতির সভাপতি হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এলজিইডি'র কমিউনিটি পার্টিসিপেশন অফিসার জনাব মোঃ মিজান সরকার এর উপস্থাপনায় পরিচালিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সুনামগঞ্জ। তিনি শেয়ার ক্রয়, নিয়মিত সঞ্চয় আদায়, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক সাধারন সভা নিয়মিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া মহিলা সদস্যদের পাবসসের বিভিন্ন সভায় স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহনের প্রশংসা করে তিনি বলেন সাংগঠনিক শক্তির কোনো বিকল্প নেই। পাবসসের একজন মহিলা সদস্য মারা যাওয়ায় তার পরিবারের জন্য সমিতির তরফ থেকে এবং নির্বাহী প্রকৌশলী ব্যক্তিগতভাবে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করেন এবং তার পরিবারকে সার্বিক সহযোগীতা করার ব্যাপারে পাবসসকে অনুরোধ জানান।

সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন জানিগাঁও-পৈন্দা পাবসসের সদস্যদের মধ্যে নৌকা ঋণ ও পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন বিপুল চন্দ্র বনিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ।

অনুষ্ঠান শেষে তিনি সদস্যদের মাঝে নৌকা ঋণ ও মহিলা সদস্যদের কয়েকজনকে সাপ্তাহিক সভায় সর্বাধিক উপস্থিতির জন্য পুরস্কার বিতরন করেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন পাবসসের সহ-সভাপতি খায়রুল ইসলাম, সেক্রেটারী জনাব আবুল কাশেম এবং প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট জনাব এ. কে. এম. মারুফ হোসেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নেদারল্যান্ড দূতাবাসের যৌথ পর্যালোচনা মিশন

গত ৪ থেকে ১৪ জানুয়ারী ২০১০ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের যৌথ রিভিউ মিশন দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এ উদ্দেশ্যে মিশন মাঠ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য রংপুর, দিনাজপুর, নওগাঁ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলার যথাক্রমে হিয়ালার বিল, বাঙ্গালীপুর-জলকর, খোর্দ-কালনা, দারিয়াপুর, গোহালবাড়ি ও নেপালদিঘী-গোয়ালদিঘী - এই ছয়টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন হিয়ালার বিল বন্যা ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্পের রেগুলেটর পরিদর্শন করছেন মিশনের সদস্যবৃন্দ।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান জনাব জহির উদ্দীন আহমেদ মিশনের নেতৃত্ব দেন। মিশনের অন্য সদস্য ছিলেন জনাব মোঃ শহিদুল আলম, সহকারী প্রজেক্ট এনালিষ্ট, এডিবি। প্রকল্পের পক্ষ থেকে মিশনে উপস্থিত ছিলেন আল আমিন ফয়সল, সহকারী প্রকৌশলী, পিএমও, জিএম আকরাম হোসেন, ডেপুটি টীম লিডার ও মহিউদ্দিন আহমেদ, আইএমএন্ডকিউসিএস, এডিটিএ। উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে মিশন নির্মাণ কাজের গুনগতমান সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন। উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মিশন মত প্রকাশ করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ৯৫% প্রকল্প সময়-ব্যয়ের বিপরীতে ৯৫% অগ্রগতি হবে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। অবশিষ্ট কাজ জুন ২০১০ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বলে মিশন আশা প্রকাশ করেন। পাবসসে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি ক্রমান্বয়ে গুরুত্বলাভ করছে এবং পাবসস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে জেনে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন হিয়ালার বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন মিশনের সদস্যবৃন্দ।

উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এর নির্মাণকাজ শেষে হস্তান্তরের বিষয়ে মিশনকে জানানো হয় যে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত ১৫১টি উপ-প্রকল্পের ব্যবহারিক মালিকানা সংশ্লিষ্ট পাবসসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মিশন আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী জুন ২০১০ সময়ের মধ্যে আরও ৪৯টি বা এর কাছাকাছি সংখ্যক উপ-প্রকল্প হস্তান্তরের মাধ্যমে এ সংখ্যা ২০০টিতে উন্নীত করা সম্ভব হবে। মাঠ পর্যায়ে উপ-প্রকল্প পরিদর্শন শেষে মিশনের সদস্যবৃন্দ প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং খসড়া Aide Memoire প্রস্তুত করেন। ১৪ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব প্রশান্ত ভূষন বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী সভায় মিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণের মন্তব্য সন্নিবেশপূর্বক Aide Memoire চূড়ান্ত করা হয়।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) জেন্ডার ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা)- এর আওতায় সিলেট জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন ভাওয়া-চামাউড়া হাওর উপ-প্রকল্পে নারীর জন্য সুযোগ এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার ও পরিবেশ শীর্ষক একদিনব্যাপী একটি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্স সংশ্লিষ্ট পাবসস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে পাবসস-এর ২০ জন মহিলা ও ২০ জন পুরুষ সদস্যসহ মোট ৪০ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহন করেন।

এছাড়া, মাঠ পর্যায়ের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের জন্য "স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক" শীর্ষক একদিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়। এ ধরনের দুটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স যথাক্রমে সিলেটে ২২ মার্চ ২০১০ তারিখে এবং ময়মনসিংহে ৩০ মার্চ ২০১০ তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওরিয়েন্টেশন কোর্সগুলোতে রিসোর্স পারসন হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জুনিয়র ডব্লিউআরই, সিপিও, শিশু ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এবং উপজেলা প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ (বামে), জেন্ডার ও পরিবেশ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সিপিও, সিলেট (ডানে)।

সম্পাদক : মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট। এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স: ৯১৩২০৬১, ই-মেইল: se-iwrm@lged.gov.bd, Web: www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.bd